



45651 - জুমার খতোবার সময় চুপ থাকা ও কথা বলার বধিান

প্রশ্ন

আমি জুমার নামাযে উপস্থিতি হলাম। যখন কোন মুসল্লি মসজিদে প্রবেশে করলে তিনি সালাম দেন; অন্য মুসল্লি সালামের উত্তর দেয়। এমন কথারা কুরআন শরফি পড়লে তারাও উত্তর দেন। এরপর যখন খতোবা শুরু হল তখনও কিছু কিছু মুসল্লি মসজিদে প্রবেশে করলে এবং সালাম দিলে। ইমাম সাহবে নমিনস্বরে তাদের সালামের জবাব দিলে। এটা করা কি জায়গে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

জুমার নামাযে উপস্থিতি ব্যক্তিদের উপর নীরবতা পালন করে ইমামের খতোবা শুনা ফরজ। অন্যের সাথে কথা বলা নাজায়গে। এমনকি সে কথা যদি অন্যকে চুপ করানোর জন্যে হয় সে কথাও। যে ব্যক্তি এমন কিছু করলে সে অনর্থক কাজ করলে। আর যে ব্যক্তি অনর্থক কাজ করলে তার জুমা নই।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “জুমার দিন ইমাম খতোবাদানকালে আপনি যদি পাশের কাউকে বলেন: ‘চুপ থাকুন’ তাহলে আপনি জুমার সওয়াব নষ্ট করে দিলে।” [সহি বুখারি (৮৯২) ও সহি মুসলিম (৮৫১)]

এই নিষেধাজ্ঞা শরিয়ত অনুমোদিত প্রশ্নের উত্তর প্রদানকণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করবে; অন্য দুনিয়াবি বিষয়গুলোকে তো করবেই।

আবু দারদা (রাঃ) বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মম্বিবারে বসে মানুষের উদ্দেশ্যে খতোবা দিচ্ছিলেন। তিনি একটি আয়াত তলোওয়াত করলে। আমার পাশে ছিল উবাই ইবনে কাব। আমি তাঁকে বললাম: উবাই; এ আয়াতটি কখন নাযলি হয়েছে? তিনি আমার সাথে কোন সাড়া দিলে না। আমি এরপরও তাঁকে জিজ্ঞাসে করলাম। তারপরও তিনি কোন সাড়া দিলে না। এক পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মম্বিবার থেকে নামলে তখন উবাই আমাকে বললে: তুমি যে অনর্থক কথা বলে সটো ছাড়া তুমি জুমার কোন সওয়াব পাবে না। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শেষ করলে তখন আমি তাঁর কাছে এসে বিষয়টি জানলাম: তখন তিনি বললে, উবাই ঠিক বলেছে। যখন ইমাম কথা বলা শুরু করে তখন ইমাম কথা শেষ করা পর্যন্ত চুপ থাকবে”। [মুসনাদে আহমাদ (২০৭৮০), সুনানে ইবনে মাজাহ (১১১১), আল-বুসরি হিদ্সটিকে সহি বলেছেন, অনুরূপভাবে আলবানীও ‘তামামুল মল্লাহ’ গ্রন্থে (৩৩৮) সহি বলেছেন]



এ হাদিসটি প্রমাণ করে যে, জুমার দিন ইমামের খোতবাকালে নরিবতা পালন করা ফরজ এবং কথা বলা হারাম।

ইবনে আব্দুল বার বলেন:

ফকিহবদিদের মাঝে এ ব্যাপারে কোন মতভেদে নেই যে, যে ব্যক্তির কানে খোতবার শব্দ পৌঁছে তার উপর চুপ থাকা ফরজ। [আল-ইসতযিকার (৫/৪৩)]

খোতবার সময় চুপ থাকার হুকুম উল্লেখ করতে গিয়ে ইবনে রুশদ বলেন:

যারা বলেন, ‘জুমার খোতবা চলাকালে চুপ থাকা ফরজ নয়’ আমি তাদের মতের পক্ষে কোন ওজুহাত পাই না। তবে তারা যদি মনে করেন যে, এ নরিদশেটি কুরআনের আয়াতের নরিদশেনার সাথে সাংঘর্ষিক তাহলে হতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বলেন: “যখন কুরআন তলোওয়াত করা হয় তখন কুরআন শুন এবং চুপ থাক” [সূরা আরাফ, আয়াত: ২০৪] এর মানে কুরআন ছাড়া অন্য কছির জন্য চুপ থাকা ফরজ নয়। তবে এ ধরণের দলিল দুর্বল। আল্লাহই ভাল জানেন। অধিক সম্ভাবনা হচ্ছে- এ মতের প্রবক্তাদের নিকট হাদিসটি পৌঁছেনি। [বদিয়াতুল মুজাতাহদি (১/৩৮৯) থেকে সমাপ্ত]

এ বখান থেকে বাদ পড়বে- প্রয়োজনে কথিবা কল্যাণার্থে ইমামের সাথে কথা বলা এবং মোক্তাদদের সাথে ইমামের কথা বলা।

আনাস বনি মালকে (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। সে সময় একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমার খোতবা দিচ্ছিলেন, সে মুহুর্তে একজন বদুইন দাঁড়িয়ে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পরবির-পরজিন ক্షুধায় কাতর। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন। তখন তিনি দুই হাত তুললেন...। তাঁর দুআর ফলে সেনি বৃষ্টি নামল, এর পরে দিনিও বৃষ্টি হল, এর পরে দিনি, এর পরে দিনিও বৃষ্টি হল, পরবর্তী শুরবার পর্যন্ত বৃষ্টি অব্যাহত থাকল। সেই জুমাতে একই বদুইন অথবা অন্য একজন দাঁড়িয়ে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! ঘরবাড়ি ভেঙে যাচ্ছে। সম্পদ ডুবে যাচ্ছে। আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন। তখন তিনি দু হাত তুললেন... [সহি বুখারী (৮৯১) ও সহি মুসলিম (৮৯৭)]

জাবরে বনি আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমার দিন খোতবাদানকালে এক ব্যক্তি (নামাযে) এল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে বললেন: ওহে অমুক, তুমি কি নামায পড়ছে? সে বলল: না। তিনি বললেন: দাঁড়িয়ে দুই রাকাত নামায পড়ো নাও। [সহি বুখারী (৮৮৮) ও সহি মুসলিম (৮৭৫)]

যারা এ ধরণের হাদিসগুলো দিয়ে মুসল্লদের পারস্পরিক কথা বলা জায়যে হওয়া কথিবা নরিবতা পালন করা ওয়াজবি না হওয়ার পক্ষে দলিল দেন তাদের অভিমত সঠিক নয়।



ইবনে কুদামা বলেন:

তারা যে হাদিসগুলো দিয়ে দলিল দেন সে হাদিসগুলো কোনটি ইমামের সাথে কথা বলার সাথে খাস; আর কোনটি মুসল্লির সাথে ইমামের কথা বলার সাথে খাস। এতে করে খোতবা শুনায় কোন ব্যাঘাত ঘটে না। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসে করেন যে, তুমি কি নিামায পড়ছে? সে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশ্নের জবাব দেন। অনুরূপভাবে উসমান (রাঃ) খোতবা প্রদানকালে উমর (রাঃ) তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি প্রশ্নের জবাব দেন। তাই এ ধরণের হাদিসগুলোকে এ অর্থে গ্রহণ করা অনবির্ভূত; যাতে করে সবগুলো হাদিসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়। অন্য কোন অবস্থাকে এর উপর কয়িস করা সহি হব না। কারণ খোতবা প্রদানকালে তো ইমামের অন্য কোন কথা বলার সুযোগ নেই; যমেনটি মোক্‌তাদিরে সুযোগ আছে। [সমাপ্ত; আল-মুগনি (২/৮৫)]

পক্ষান্তরে, খোতবা চলাকালে হাঁচরি উত্তর দয়ো ও সালামের জবাব দয়ো মাসয়ালায় আলমেগণ মতানকৈষ করছেন।

ইমাম তরিমযি তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিস "যদি আপনি আপনার পাশের লোককে বলেন..." বর্ণনা করার পর বলেন: সালামের জবাব দয়ো ও হাঁচরি উত্তর দয়ো ব্যাপারে আলমেগণ মতানকৈষ করছেন। কোন কোন আলমে জুমার খোতবা চলাকালে সালামের জবাব দয়ো ও হাঁচরি উত্তর দয়ো ব্যাপারে ছাড় দেন। এটি ইমাম আহমাদ ও ইসহাকের অভিমত। তাবয়ীদের মধ্যে কিছু আলমে ও অন্যন্য কিছু আলমে একে মাকরূহ বলছেন। এটি ইমাম শাফয়ীর অভিমত। [সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটির ফতোয়া সমগ্রতে (৮/২৪২) এসছে:

আলমেগণের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী, খোতবা চলাকালে হাঁচরি উত্তর দয়ো ও সালামের জবাব দয়ো জায়যে নয়। কেননা হাঁচরি উত্তর ও সালামের জবাব কথার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। হাদিসের সাধারণ ভাবে দলিলের ভিত্তিতে খোতবা চলাকালে সব ধরণের কথা বলা নষিদিধ।

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্রতে (৮/২৪৩) আরও এসছে-

ইমাম খোতবা প্রদানকালে যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে যদি খোতবার শব্দ শূনা যায় তাহলে উপস্থিতি মুসল্লিরকে সালাম দয়ো জায়যে নেই। আর যারা মসজিদে আছে ইমামের খোতবা চলাকালে তাদের পক্ষ থেকেও সালামের জবাব দয়ো জায়যে নয়।

ফতোয়া সমগ্রতে (৮/২৪৪) আরও এসছে-

জুমারদনি খতীবের খোতবা চলাকালে কথা বলা জায়যে নয়; তবে উদ্ভূত কোন বিষয়ে খতীবের সাথে কথা বলতে হলে সটো



জায়যে আছে।[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন বলেন:

জুমার খোতবা চলাকালে সালাম দয়া হারাম। অতএব, ইমামের খোতবা চলাকালে যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশে করল তার জন্য সালাম দয়া জায়যে নয় এবং অন্যদরে সে সালামের উত্তর দয়াও জায়যে নয়।[বনি উছাইমীনের ফতোয়াসমগ্র (১৬/১০০)]

শাইখ আলবানী বলেন:

কাউকে এ কথা বলা যে, ‘চুপ থাকুন’ আভধানকি অর্থে অনর্থক কথা নয়। কারণ এটি সৎ কাজের আদর্শে ও অসৎ কাজের নষিধেরে অন্তর্ভুক্ত। তা সত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিকে অনর্থক কথা ও নাজায়যে হিসেবে উল্লেখ করেছেন। খোতবাকালে সৎ কাজের আদর্শে ও অসৎ কাজের নষিধেরে মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তথা ‘খোতবা শূনার জন্য নরিবতা পালন’কে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তিনি এটাকে অনর্থক কথা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং যসেব কাজ সৎ কাজের আদর্শে ও অসৎ কাজের নষিধেরে সমপর্যায়ভুক্ত সেগুলোর ক্ষেত্রেও একই বধিান প্রযোজ্য। আর যদি সমপর্যায়ভুক্ত না হয়ে নম্নিপর্যায়ের হয় তাহলে নঃসন্দহে সেটি শিরয়িতরে দৃষ্টিতে অনর্থক ও নষিদিহ হওয়ার ক্ষেত্রে অধিকতর যুক্তিসিঙ্গত।[আল-আজউয়াবি আন-নাফআ (পৃষ্ঠা-৪৫)]

সারকথা:

জুমাতে উপস্থিতি মুসল্লদিরে উপর চুপ থেকে ইমামের খোতবা শূনা ফরজ। ইমাম খোতবা প্রদানকালে কথা বলা নাজায়যে। তবে দলিলেরে ভিত্তিতে যে কয়টি বিষয় এ বধিানে অন্তর্ভুক্ত হবে না সেগুলো ছাড়া; যমেন- খতবিরে সাথে কথা বলা, কথিবা খতবিরে কথা জবাব দয়া, কথিবা কোনে অনধক পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করার মত জরুরী কোনে বিষয় ঘটলে।

ইমামকে সালাম দয়া ও ইমামেরে পক্ষ থেকে সালামেরে জবাব দয়া এ নষিধোজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ ইমামেরে সাথে কথা বলার অনুমোদন দয়া হয়েছে কোনে প্রয়োজন কথিবা কল্যাণেরে স্বার্থে; এর মধ্যে সালাম দয়া পড়ে না।

শাইখ উছাইমীন তাঁর রচিতি ‘আল-শারহুল মুমত’ (৫/১৪০) গ্রন্থে বলেন:

কোন কল্যাণেরে স্বার্থ ছাড়া ইমামেরে অন্য কোনে কথা বলা নাজায়যে। কথা বললে সেটো নামায়েরে সাথে সংশ্লিষ্ট কোনে কল্যাণেরে স্বার্থে কথিবা যে বিষয়ে তখন কথা বলাটা ভাল এমন কিছু হতে হবে। এমন কোনে কল্যাণেরে বিষয় না হলে ইমামেরে কথা বলা নাজায়যে।

আর কোনে প্রয়োজনেরে স্বার্থে কথা বলা আরও অধিকতর যুক্তিসিঙ্গত। প্রয়োজনেরে মধ্যে পড়বে- শ্রোতা খোতবার কোনে একটি বাক্য বুঝতে না পারলে জিজ্ঞাসা করা। কথিবা খতবি কোনে একটি আয়াতে এমন ভুল করলে যা অর্থকে বকিত করে



দয়ে এক্ষত্রে খতবিকে স্মরণ করিয়ে দ্যো।

কল্যাণরে মর্যাদা প্রয়োজনরে নচি। কল্যাণরে মধ্যে পড়বে- মাইক্রফোনে যদি সমস্যা দেখা দয়ে তাহলে ইমাম ইঞ্জিনিয়ারকে বলতে পারনে: 'দখেুন তো মাইকে সমস্যা কি?'[সমাপ্ত]

আল্লাহই ভাল জাননে।